দৈনিক সংবাদ

137

তারিখ 24 JUN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

পরীক্ষা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

।। শওকত মাহমুদ ।।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে অন্তঃপরীক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া এবং প্রশ্নপত্রে দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের আধিক্যের বদলে রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত জবাব প্রশ্নের সুষম সংমিশ্রণের জন্য পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সুপারিশ করেছে।

অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হকের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি আরো কিছু সুপারিশ করে বলেছে, পরীক্ষা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি বর্তমানে এক গুরুতর রূপ নিয়েছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছেন, এ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হবে।

কমিটির বিবেচ্য বিষয়

কমিটি গঠনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সরকারী স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন সময়ে অনুভূত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিবছর উভয় স্তরে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্যতা ব্যাপক হতাশা ও জাতীয়

(৭ম পাতায় দেখুন)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 JUN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

পরীক্ষা পরিস্থিতি

24 JUN 1986

(১ম পাতার পর)

অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (কুদরত-এ খুদা কমিশন) রিপোর্টেও এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্প্রতি বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এই প্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। কেননা পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সাথে কতকগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত যেমন, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ ইত্যাদি। কমিটির বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: (ক) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা, (খ) প্রশ্নপত্রে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) প্রশ্নের অনুপাত নির্ধারণ, (গ) পরীক্ষা অনুষ্ঠান পদ্ধতি পর্যালোচনা, (ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়নের রীতি পর্যালোচনা, (ঙ) পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ পদ্ধতি পর্যালোচনা, (চ) পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নে নম্বর প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রেডিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা।

কার্যক্রম

কমিটি মোট ১৩টি অধিবেশনে মিলিত হয়। কমিটি জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তিনটি দল পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকা সফর করে সেখানকার পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের কাছে প্রশ্নমালার ৩০ হাজার সেট পাঠানো হয় এবং ১১ হাজার ৪শ'৪৫ জন উত্তর দেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ২শ' সেট পাঠানো হয়েছিল। সাড়া পাওয়া গেছে সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০ দশমিক ০৫ ভাগের। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ ভাগ সাড়া মিলেছে। অন্যদিকে দেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন গতকাল সোমবার 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

পরীক্ষায় পাসই মুখ্য

সুপারিশমালায় বলা হয়, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা গত দেড়শ' বছরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এ সময়ে সংস্কারের যেসব প্রচেষ্টা নেয়া হয়, সেগুলো ফলপ্রসূ হয়নি, বরং সমস্যাগুলো ক্রমে অধিকতর জটিল হয়েছে। এর মূল কারণ ঔপনিবেশিক আমলে যে মূল্যবোধগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করে, শিক্ষার মৌল লক্ষ্যগুলোকে নিষ্প্রভ করে এবং শিক্ষাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলে, সে সকল মূল্যবোধ (চাকরি বা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার) সমাজজীবনে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও অপরিবর্তিত থেকে যায়। ফলে সহজাত ক্ষমতাগুলোর সৃষ্টিশীল বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি শিক্ষার এই সার্বজনীন ও জাতীয় লক্ষ্য সমাজজীবনে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলনের জন্য যেসব মৌলিক পরিবর্তনের দরকার সেসবের জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পরীক্ষার ধরন

কমিটির মতে, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত করা হলেও একমাত্র বহিঃপরীক্ষার (বোর্ডের পরীক্ষা) উদ্দেশ্যগুলো পুরোপুরি অর্জন সম্ভব নয়। সাথে সাথে অন্তঃপরীক্ষাকেও (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরীক্ষা) যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এজন্য পূর্বশর্ত হলো, দেশের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন। কমিটির মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে পরীক্ষামূলকভাবে বহিঃপরীক্ষায় ৮০ ভাগ এবং অন্তঃপরীক্ষায় ২০ ভাগ গুরুত্ব দেয়া সমীচীন।

চূড়ান্ত ফলাফল

চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অন্তঃ, বহি ও সমন্বিত নম্বর এবং শতাংশক স্তর পৃথকভাবে দেখাতে হবে। বছরে অন্তত: দু'টি অন্তঃপরীক্ষা নিতে হবে। অন্তঃ পরীক্ষার ফল সমন্বিত করে তা প্রার্থীদের ফর্মের সাথে বোর্ডে পাঠাতে হবে। উপযুক্ত অন্তঃ পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়ন আবশ্যক এবং সীমিত দু'একটি পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে বছরব্যাপী পরীক্ষা অভীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

বৃত্তির জন্য পরীক্ষা

জনমত যাচাইয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী এবং এজন্যে বিশেষভাবে প্রশ্নপত্র তৈরীর পক্ষে তারা মত দেন। তবে কমিটি বৃত্তি প্রদানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়ার প্রথা আপাততঃ চালু রাখার পক্ষে মত দিয়ে বলেছে, সংস্কারের জন্য কমিটির প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা এবং মেধা যাচাইয়ের উপযোগিতা বাড়বে। একটি পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে তা পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হবে এবং এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গতানুগতিক রচনাধর্মী প্রশ্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়। আগের কমিটি/কমিশনগুলোও এ ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। কমিটির মতে, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর এবং নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত জবাব প্রশ্নের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নম্বরের অনুপাত হলো রচনাধর্মী ৫০ ভাগ এবং নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত জবাব ৫০ ভাগ। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে দুরূহতার সমতা রক্ষা করে প্রতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন সেট তৈরি, একই পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন সেট ব্যবহার, প্রশ্নের হুবহু পুনরাবৃত্তি না করা, প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের আগে প্রাক-পরীক্ষণের মাধ্যমে তা আদর্শায়িত করা, বিষয় শিক্ষকদের সহযোগিতায় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়ন এবং প্রতি বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলার সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরীক্ষার উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য কমিটির দেয়া প্রস্তাবগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন

ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি উত্তরপত্র নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে এবং পরবর্তীকালে সেই নম্বর গ্রেড পদ্ধতিতে ৫ পয়েন্ট স্কেলে রূপান্তরিত করা হবে। এই রূপান্তরে শতাংশক (পার্সেন্টাইল) পদ্ধতি অনুসৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ এই পদ্ধতি অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থীর কোন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সেই বিষয়ে শতকরা ৯০ জন পরীক্ষার্থীর ওপরে হলে তার শতাংশক স্তর হবে ৯০।

ফলাফল নির্ধারণ

জনমত যাচাইয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা সকল বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করার পক্ষে মত দেন; কমিটি এ মত সমর্থন করে। শতাংশক নীতির অনুসরণে শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণের প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ যথা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ইত্যাদি চালু থাকবে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরে তাকে আবার সকল বিষয়ে কৃতকার্য হতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে ফেল করে, তাকে শুধু সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। জনমত জরিপে অধিকাংশ উত্তরদাতা এনিয়মের পক্ষে মত দিয়েছেন। কমিটি এ মত সমর্থন করে। অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে ফল প্রকাশের পক্ষে মত দিয়েছেন। কাজেই বর্তমানের মেধাভিত্তিক ফল প্রকাশের প্রথা চালু থাকতে পারে।

ফলাফল প্রকাশের সময়

বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ ৩ মাস সময় লেগে যায়। কমিটি যেসব সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়িত হলে অর্ধেকের বেশি সময় কমে যাবে। অন্তর্বর্তীকালে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে: (১) কেন্দ্রীয়ভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রধান পরীক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র পরীক্ষা করবেন; (২) যেখানে সম্ভব, পরীক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে; (৩) বর্ধিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রস্তাবিত সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের সংখ্যা বাড়ানো যায়।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সেমিষ্টার পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে কমিটি মনে করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি কার্যকর করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়।

পরীক্ষা কেন্দ্র

কমিটির মতে, পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সংখ্যা এবং অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে, তবে—প্রতি উপজেলায় অন্তত: একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে, পরীক্ষার্থীরা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না, কোন অনিবার্য কারণে যদি পরীক্ষার্থীদের নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে তাদের শিক্ষকদের তাদের পরীদর্শকের দায়িত্ব দেয়া যাবে না, পরীক্ষার আগে কোন পরীক্ষার্থীর পক্ষে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যটিতে বদলি হওয়া চলবে না এবং বিশেষ কারণ ছাড়া কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না ইত্যাদি।